দৈনিক জনকণ্ঠ

2 JAN 2017

স্কুলের ১০ লাখ টাকা আত্মসাত

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ একটি স্কুলের টিউশন ফির ১০ লক্ষাধিক টাকা হিসাবে জমা না করে তা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে দেশের মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদানকারী কানাডা-জাপান-বাংলাদেশের যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান শিওর ক্যাশের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় শিওর ক্যাশের টেরিটরি ম্যানেজার সাজ্জাদ হোসেন ও স্থানীয় ডিস্টিবিউটরের সাবেক কর্মী লিটন তালুকদার লিখনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গাজীপুর শহরের রানী বিলাসমনি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে।

শিওর ক্যাশের কর্মকর্তাসহ আটক দুই

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদা খানম জানান, শিক্ষার্থীর টিউশনসহ অন্যান্য ফি সংগ্রহ করে স্থানীয় একটি ব্যাংকে স্কুলের এ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার চুক্তি হয় ২০১৫ সালে। শিওর ক্যাশের টেরিটরি ম্যানেজার সাজ্জাদ হোসেন কয়েক কর্মকর্তা লিটন তালুকদার লিখনকে এনে টাকা সংগ্রহ করার জন্য আমাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেন। তারা তিন মাস পর পর টাকা তুলে ব্যাংকে জমা দিত। ব্যাংকে টাকা জমা হলে ব্যাংক থেকে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে আমাদের জানানো হতো। গত নবেম্বর মাসে তারা এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর কিস্তির শিক্ষার্থীদের পেইড-আনপেইড তালিকা দেয়। পরে আমরা আনপেইড টাকা সংগ্রহ করতে শিক্ষার্থীদের তাগিদা দিয়ে জানতে পারি শিক্ষার্থীরা তাদের পাওনাদি পে করেছে। এরপর বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৮-১৯ ডিসেম্বর শিওর ক্যাশের এরিয়া ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলমকে টাকা জমা না পড়ার কথা জানানো হয়। ইতোমধ্যে আমাদের টাকা প্রয়োজনের কথা জানালে লিখন আমাদের নগদ দুই লাখ টাকা পরিশোধ করেন, যা আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো। এদিকে অক্টোবর-ডিসেম্বর, কিস্তির কোন মেসেজও আমরা পাইনি। বছরের শেষে হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেছে সর্বশেষ শিওর ক্যাশের কাছে ১০ লাখ ৫৫ হাজার ৫০০ টাকা স্কুল পাওনা রয়েছে। তারা আমাদের কাছে কিংবা আমাদের ব্যাংক হিসাবে ওই পরিমাণ টাকাও জমা করেনি। বিষয়টি শিওর ক্যাশের প্রধান কার্যালয়ে জানানো হলে বৃহস্পতিবার প্রধান কার্যালয় থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট (সেলস) শফিকুল ইসলাম স্কুলে আসেন। পরে শিওর ক্যাশ কর্তৃপক্ষ লিখন ও সাজ্জাদকে নিয়ে শনিবার স্কুলে হাজির করলে তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদশেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।